আইআইআইটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ সিরিজ

আহমেদ ঈসা
ওসমান আলি

ইসলামী সভ্যতায় অধ্যয়ন
রেনেসাঁয় মুসলিম অবদান

STUDIES IN ISLAMIC CIVILIZATION
The Muslim Contribution to the Renaissance

A compelling attempt to restore the historical truths of a "golden age" that ushered in the Islamic renaissance, and as a by-product that of the West. Islam created a civilization that changed the world for the better. Spanning a greater geographic area than any other, across the eastern hemisphere from Spain and North Africa to the Middle East and Asia, it formed a continuum between the Classical world and the European Renaissance.

AHMED ESSA *with* OTHMAN ALI

ইসলামী সভ্যতায় অধ্যয়ন

রেনেসাঁয় মুসলিম অবদান

মূল

আহমেদ ঈসা ও ওসমান আলি

সংক্ষেপণ

এলিসন লেক

বাংলা অনুবাদ

ড. এম আবদুল আজিজ

সম্পাদনা

আহমদ হোসেন মানিক

বিআইআইটি পাবলিকেশন্স

আইআইআইটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ সিরিজ

আইআইআইটি’র প্রধান প্রধান প্রকাশনার সংক্ষিপ্তরূপ IIIT Books-in-Brief সিরিজের প্রকাশনা কার্যক্রম। পাঠকদেরকে প্রকাশনার বিষয়সমূহের চুম্বক ধারণা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এই কার্যক্রম। সংক্ষিপ্ত, সহজপাঠ্য ও সময়সাশ্রয়ী পাঠ হিসেবে পাঠকদের কাছে গ্রহণীয় করতে বড় বড় প্রকাশনার লেখাগুলোর সারসংক্ষেপ এ গ্রন্থে সযত্নে উপস্থাপন করা হয়েছে। আশা করা যায়, এর মাধ্যমে পাঠকগণ মূল প্রকাশনার ব্যাপারে আরও বেশি আগ্রহী হবেন।

Studies in Islamic Civilization: The Muslim Contribution to the Renaissance গ্রন্থটি ২০১০ সালে বৃহৎ কলেবরে প্রকাশিত হয় এবং ২০১১ সালে এটির পুনর্মুদ্রণ হয়। এর মাধ্যমে মুসলিম স্কলারদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় এবং আন্দাজ করা যায় যে, মুসলিম স্কলারদের ব্যাপক অবদান ছাড়া ইউরোপে রেনেসাঁ সম্ভব হতো না। প্রায় হাজার বছর ধরে বিশ্বসভ্যতায় নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করেছিল ইসলাম; যার ভৌগোলিক ব্যাপ্তি অন্যান্য সভ্যতার চেয়ে ছিল অনেক বিশাল। ইসলাম জাতি ও শ্রেণির মধ্যে সামাজিক ভেদাভেদ দূর করে দিয়েছে। ইসলাম ঠিক করে দিয়েছে নীতি ও আদর্শের মধ্যে থেকে মানুষ দুনিয়ার প্রাচুর্যসমূহ উপভোগ করবে। মুসলিমরা হারিয়ে ফেলা জ্ঞানগরিমা পুনরুদ্ধার করবেন। চিরদিনের জন্য না হলেও অন্তত শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মুসলিমরা তা রক্ষা করবেন।

মুসলিম স্কলারগণই ইউরোপে তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্যকে শাণিত করেছিলেন; সাতশত বছরের বেশি সময় ধরে ইউরোপের ভাষাকে তারা প্রভাবিত করে রেখেছিলেন। তখন আরবি ছিল আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানের ভাষা। আশ্চর্যের বিষয় হলো, এ ভাষার ঐতিহ্যকে কোনো একসময় একেবারেই অস্বীকার করা হয়েছে, আর কাল-পরিক্রমায় এ-ভাষা অতলে

তলিয়ে গেছে। এলডাস হাক্সলির ভাষায়, 'সত্য মহান তবে বাস্তবতার নিরিখে এর চেয়েও মহান হলো সত্য সম্পর্কে নীরব থাকা। সাধারণ অর্থে বিশেষ কোনো বিষয়ের নাম উল্লেখ না করেই ... প্রচারকরা তখন সবচেয়ে হৃদয়গ্রাহী ও অনেক বেশি কার্যকরভাবে বিরুদ্ধাচরণের মাধ্যমে মানুষের মতামতকে প্রভাবিত করতে পেরেছিল'।

ইসলামী সভ্যতায় অধ্যয়ন : রেনেসাঁয় মুসলিম অবদান গ্রন্থটি ভ্রান্তির এরূপ অপচেষ্টাকে অপনোদনের জোর প্রয়াস। এতে ইসলামের ইতিহাসের সেই 'সোনালি যুগকে' সত্যের তাগিদে পুনঃস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে; যার মাধ্যমে পশ্চিমাদের কার্যকারণের ফলে ইসলামী রেনেসাঁর উদ্ভব হয়েছে। খানিক চোখ বুলালেই দেখা যায় এটি হলো সংস্কৃতির অবদান, এ সংস্কৃতিকে এভাবে মানোন্নয়ন ও অগ্রগতির মডেল হিসেবে মনে করা হয়।

মূল বইয়ের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ

ইসলামী সভ্যতায় অধ্যয়নঃ রেনেসাঁয় মুসলিম অবদান

আহমেদ ঈসা ও ওসমান আলি

সূচি

সূচনা ॥ ৭

প্রথম অধ্যায়
ইতিহাসে ইসলামের ভূমিকা ॥ ৯

দ্বিতীয় অধ্যায়
ইসলামী সভ্যতা ও শিক্ষণ ॥ ১১

তৃতীয় অধ্যায়
প্রথম মুসলিম সমাজ প্রতিষ্ঠা ॥ ১৩

চতুর্থ অধ্যায়
ইসলামী বিশ্বব্যবস্থা ॥ ১৫

পঞ্চম অধ্যায়
ইউরোপ ও পশ্চিম এশিয়ায় ইসলামী সভ্যতা ॥ ১৭

ষষ্ঠ অধ্যায়
ব্যাবসাবাণিজ্য ॥ ১৯

সপ্তম অধ্যায়
কৃষি ও প্রযুক্তি ॥ ২২

অষ্টম অধ্যায়
ইসলামী শিক্ষার ফুল ফুটানো ॥ ২৪

নবম অধ্যায়
বিজ্ঞান ॥ ২৭

দশম অধ্যায়
চিকিৎসাশাস্ত্র ॥ ২৯

একাদশ অধ্যায়
আরবি সাহিত্য ॥ ৩১

দ্বাদশ অধ্যায়
পারস্য সাহিত্য ॥ ৩৪

ত্রয়োদশ অধ্যায়
শিল্পকলা ॥ ৩৭

চতুর্দশ অধ্যায়
ইসলামী সভ্যতায় অটোম্যানদের অবদান ॥ ৪০

পঞ্চদশ অধ্যায়
রেনেসাঁর ওপর ইসলামের প্রভাব ॥ ৪২

তথ্যনির্দেশ ॥ ৪৫

সূচনা

বিশ্বকে নতুন করে গড়ে তুলতে ইসলামী সভ্যতার বিকাশ এবং একটি বিশ্বাসের বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়নে ইসলাম বিরাট ভূমিকা রাখে। অন্য কোনো সভ্যতার চেয়ে বিশাল এলাকাজুড়ে পূর্ব গোলার্ধ থেকে স্পেন, উত্তর আফ্রিকা থেকে মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়া পর্যন্ত এলাকাজুড়ে ক্লাসিক্যাল বিশ্ব ও ইউরোপীয় রেনেসাঁর মধ্যে ইসলাম একটি যোগসূত্র রচনা করেছে। আশ্চর্যজনক হলেও মুসলিম সমাজকে আজ পশ্চাৎমুখী সংস্কৃতি হিসেবে দেখা হয়। জনপ্রিয় ঐতিহাসিক বিবরণ নথিভূক্ত বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন যা প্রমাণ করে যে ইসলামী সভ্যতায় অনন্য উচ্চতায় ছিল মানুষের অগ্রগতি ও উন্নয়নের মডেল।

অনেক গ্রন্থে ইসলামী সভ্যতাকে একেবারে জটিল করে দেখানো হয়েছে, না হয় ইসলামের অবদানকে না দেখার ভান করা হয়েছে। এ গ্রন্থে সেই ভুলকে অপনোদন করা হয়েছে, ইসলামী রেনেসাঁর সোনালি যুগের সত্যকে পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করা হয়েছে এবং বিজ্ঞান, শিল্পকলা, শিল্প-সংস্কৃতিকে সুশৃঙ্খলভাবে তুলে আনা হয়েছে। শিক্ষার উদ্দেশ্যে ইতিহাসকে বিরাট পরিসরে এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে। ধর্মীয় ও মানবিক বিষয়ের সাথে সাথে বুদ্ধিবৃত্তিক ও জ্ঞানগরিমার বিষয়টিও স্পষ্ট করা হয়েছে। মুসলিম প্রেক্ষাপটে আলোচনার সাথে সাথে পশ্চিমা পণ্ডিতদের অবদান সম্পর্কিত আলোচনাও গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

বিশ্ব ও ইউরোপীয় রেনেসাঁয় ইসলামী সভ্যতার অর্জন এবং ইতিবাচক অবদান যথাযথ স্বীকৃতি পায়নি। প্রাসঙ্গিক গবেষণার অভাব, মুসলিম বিশ্বের অনুপ্রেরণাদায়ক বর্তমান অবস্থা এবং পশ্চিমা একাডেমিক বয়ানে ইউরোকেন্দ্রিক পদ্ধতির দ্বারা এই তদারকির ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আজ পর্যন্ত ইসলামী সভ্যতা সংক্রান্ত গবেষণা দু'টি ধারায় বিভক্ত। প্রথমত, বর্তমান শিক্ষাজগতের আলোচনায় মধ্যযুগীয় সভ্যতা বিকাশে ইসলামের অসাধারণ ও সুদূরপ্রসারী ভূমিকাকে অস্বীকার করা হয়েছে এবং পশ্চিমা বিশ্বে ইসলামী সভ্যতার অবদানও স্বীকার করা হয়নি।

প্রথম অধ্যায়

ইতিহাসে ইসলামের ভূমিকা

ইসলাম পূর্ব ও পশ্চিমের সভ্যতার মধ্যে একটি অসাধারণ সেতুবন্ধন তৈরি করেছে। মুসলিম স্কলারগণ শতাব্দী থেকে শতাব্দী পর্যন্ত হারানো জ্ঞান-বিজ্ঞানকে উদ্ধার করেছেন আর সবসময়ে তাঁরা নতুন কিছু করার চেষ্টা করেছেন। এরূপ বিশাল সৃজনশীলতার মধ্যে মুসলিমরা বহু শতাব্দী ধরে তাদের নিজস্ব অবদান রেখে চলেছেন। জ্ঞানের অন্বেষণকে মুসলিমরা ধর্মীয় দায়িত্ব হিসেবে দেখেছেন। এ অবদান ধর্মের অসাধারণ গুণাবলি থেকে উৎসারিত হয়েছে, মুসলিমদের এ অবদান মানবজাতিকে মর্যাদা প্রদান করেছে।

দুনিয়ার সম্পদরাজিকে মানুষ নৈতিক ও আদর্শগত গণ্ডির মধ্যে থেকে ভোগ করবে ইসলাম এটি ঠিক করে দিয়েছে। বিভিন্ন শ্রেণি ও জাতির মধ্যে ভেদাভেদকে ইসলাম অবৈধ ঘোষণা করেছে। ইসলামী সভ্যতা ভৌগোলিক ও জাগতিক সীমানার বাইরে এসে ইউরোপ থেকে এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছে। এভাবেই ইসলাম বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করেছে। সমাজে নারীরা মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। ইসলামী সভ্যতার সব অর্জন ও প্রভাবের পেছনে রয়েছে ইসলামী জীবনধারায় জীবনযাপন।

হাজার বছর ধরে ইসলাম বিশ্বের নেতৃত্বদানকারী সভ্যতার মধ্যে একটি সভ্যতা। এ-সভ্যতায় আরবি ভাষা বিজ্ঞানের আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে স্বীকৃত ছিল।[১] এরপরও ইসলামী সভ্যতার অন্য সভ্যতার কাছ থেকে গৃহীত অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়ার কথা বহু ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। এসব ঐতিহাসিক ইউরোপের ওপর গুরুত্ব দেয়ায় মধ্যযুগীয় সভ্যতাকে একমাত্র সভ্যতা হিসেবে গ্রহণ করার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।[২] তাদের ঐতিহাসিক বর্ণনায় ও বিশ্লেষণে সপ্তম শতাব্দী থেকে আলোচনা স্থান পেয়েছে। এসব বর্ণনায় ইসলাম, কুরআন ও রাসূল সা.-কে আক্রমণ করা

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামী সভ্যতা ও শিক্ষণ

শিক্ষণের[৩] ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে সপ্তম শতাব্দীর বিশ্বে যে একটি ফাটল সৃষ্টি হয়েছিল, ইসলাম তা পূরণের চেষ্টা করে। প্রধান প্রধান সভ্যতা এ-সময় ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে গিয়েছিল। এ-সময়ে ইউরোপের অবস্থান ছিল অন্ধকার যুগে। ইসলামের ভৌগোলিক সম্প্রসারণের সাথে সাথে ইসলাম বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক আনুকূল্যও লাভ করেছিল।

শিক্ষণের ক্ষেত্রে কুরআন একটি বিরাট প্রেরণা হিসেবে কাজ করে। ইলম (জ্ঞান) শব্দটি কুরআনের ৭৫০ জায়গায় বর্ণিত হয়েছে। কুরআনে সবচেয়ে বেশি উচ্চারিত শব্দগুলোর মধ্যে এটি একটি শব্দ। মুহাম্মদ সা.-এর হাদিসেও এ শব্দটি বারবার এসেছে। শুধু তাই নয়, অন্য সব সৃষ্টির থেকে বিচারবুদ্ধির জন্য আল্লাহ মানুষকে আলাদা করে দিয়েছেন।[৪] বৈজ্ঞানিক ধারণা বর্ণনায় এবং জ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রেও কুরআনের ভাষা অনেক সমৃদ্ধশালী। কুরআনের ভাষা আগে যেমন ছিল এখনো তেমনই আছে। এটি হৃদয়গ্রাহী, মন চায় বারবার তিলাওয়াত করতে। একজন মুসলিম সারাজীবনই কুরআন তিলাওয়াত শোনে।

ক্ল্যাসিক্যাল আরবি ভাষার অপরিসীম গুরুত্বের বিষয়টি অর্থাৎ ইসলামের ভাষার বিষয়টি ও সভ্যতার ওপর ইসলামের প্রভাবের বিষয়টির ওপর বেশি করে গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। পশ্চিমারা এটিকে যেভাবে গ্রহণ করেছে তার চেয়েও বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। ইউরোপের মধ্যযুগের সময়ে আরবি ভাষা মুসলিম বিশ্বে আধিপত্য বিস্তার করেছিল এবং ইউরোপেও এ অবস্থা বিরাজমান ছিল। ল্যাটিন ভাষা আসার পূর্বে কোনো কোনো ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়েও আরবি ভাষা ব্যবহৃত হতো। মৌলিক অভিধান ও আরবি ব্যাকরণ ইহুদিদর্শনের পক্ষে সম্পদ হিসেবে কাজ করেছিল।

বলতে গেলে প্রথম থেকেই মুসলিম সমাজ পড়তে পারাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব প্রদান করে আসছে। এর জন্য বিভিন্ন ধরনের বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা

গ্রন্থ পরিচিতি

‘ইসলামী সভ্যতায় অধ্যয়ন: রেনেসাঁয় মুসলিম অবদান’ শীর্ষক গ্রন্থটি আহমেদ ঈসা এবং ওসমান আলি রচিত *Studies in Islamic Civilization: The Muslim Contribution to the Renaissance* গ্রন্থের Book-In-Brief এর বঙ্গানুবাদ।

এ গ্রন্থ পাঠে ধারণা পাওয়া যায় যে, মুসলিম স্কলারদের ব্যাপক অবদান ছাড়া ইউরোপে রেনেসাঁ সম্ভব হতো না। প্রায় হাজার বছর ধরে বিশ্বসভ্যতায় নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করেছিল ইসলাম; যার ভৌগোলিক ব্যাপ্তি ছিল অন্যান্য সভ্যতার চেয়ে বিশাল।

মুসলিম স্কলারগণই ইউরোপে তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্যকে শাণিত করেছিলেন এবং সাতশত বছরের বেশি সময় ধরে ইউরোপের ভাষাকে আরবী ভাষার মাধ্যমে প্রভাবিত করে রেখেছিলেন।

এ গ্রন্থে ইসলামের ইতিহাসের সেই ‘সোনালি যুগ’কে চমৎকারভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে- যার মাধ্যমে স্পষ্ট হয়েছে- পশ্চিমা সংস্কৃতি সভ্যতার উন্নয়ন ও অগ্রগতির মডেল নয় বরং মুসলমানরাই ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি-প্রযুক্তি, শিক্ষা-বিজ্ঞান, চিকিৎসা, সাহিত্য-শিল্পকলায় উন্নতির মাধ্যমে উন্নত ও আধুনিক বিশ্বের ভিত্তি গড়েছিল। ইসলামী রেনেসাঁর উদ্ভব হয়েছিল বলেই প্রকৃত প্রগতিশীল সমাজ বিনির্মাণ সম্ভব হয়েছিল।

লেখক পরিচিতি

ড. আহমেদ ঈসা ১৯৬৭ থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত রেনো’র ইউনিভার্সিটি অব নেভাডা এর অধ্যাপক হিসেবে বহুসংস্কৃতি সাহিত্য এবং সৃজনশীল লেখা পাঠদান করতেন। তিনি আফ্রিকান ও মধ্যপ্রাচ্য সাহিত্য বিশেষজ্ঞ হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। ভারতে জন্মগ্রহণকারী ড. ঈসা দক্ষিণ আফ্রিকার পিটারমারিটজবার্গ ও ডারবানে শৈশবের বছরগুলি কাটিয়েছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবল বর্ণবাদী পরিবেশে বেড়ে ওঠার অভিজ্ঞতা তাকে সৃজনশীল লেখালেখির জন্য অনেক অনুপ্রেরণা দিয়েছে। তিনি নর্দার্ন নেভাদা মুসলিম সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ‘নেভাদা ও এর সাংস্কৃতিকভাবে বৈচিত্র্যময় অধিবাসিগণকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে মানুষের সাথে সংযুক্ত করার জন্য’ ২০০৩ সালে নর্দার্ন নেভাদা ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার তাকে বিশ্ব নাগরিক পুরস্কার প্রদান করে। ২০০৮ সালের ১৫ জুন তার ইন্তেকালের পর ইসলামিক সভ্যতার গবেষণা সংক্রান্ত রচনার চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি করেন ড. ওসমান আলী।

ড. ওসমান আলি মিডল ইস্টার্ন স্টাডিজের একজন কানাডিয়ান অধ্যাপক। তিনি মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস ও রাজনীতি নিয়ে ব্যাপকভাবে লিখেছেন। তিনি টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি এবং ইউনিভার্সিটি অব গুয়েলফ, কানাডা থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। ড. আলি ১৯৯৪-৯৮ সাল পর্যন্ত টরন্টো’র ইউনিভার্সিটি অব রায়ারসেন এর ইতিহাস ও সভ্যতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ছিলেন। তিনি বর্তমানে ইরাকের ইরবিলে ইউনিভার্সিটি অব সালাহাদ্দিন এর ইতিহাস বিভাগে শিক্ষাদান করেন। তিনি ইরাকের ইরবিল-কুর্দিস্তান অঞ্চলের কুর্দিশ-তুর্কিশ স্টাডিজ সেন্টারের সভাপতি এবং কুর্দি ইতিহাস ও রাজনীতিতে তাঁর আগ্রহ রয়েছে।

BiiT
বিআইআইটি পাবলিকেশন্স

ISBN: 978-984-96731-7-0